মুসলিম নারীর প্রতিদিনের সহীহ আমলঃ ২য় পর্ব

আসসালামু’আলাইকুম

ওয়া রাহমাতুল্লাহি

ওয়া বারাকাতুহ

মহান আল্লাহ তা’লা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19)

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তা’লাকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন খেয়াল রাখে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি ব্যবস্থা রেখেছে। আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তা’লাকে। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেই সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করতে থাকো। তোমরা সেই লোকদের মত হয়ে যেও না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন। এসব লোকেরাই ফাসেক। সুরা আল হাশর: ১৮-১৯

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু নিষেধ করলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করবে। আর তোমাদেরকে যা করতে নির্দেশ প্রদান করব তা সাধ্যমত করবে।” সহীহ মুসলিম ৪/১৮৩০, নং ১৩৩৭

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার সময়কে ভাগ করে নেয়া। কিছু সময় ব্যয় করবে তার প্রভুর প্রার্থনায়, কিছু সময় ব্যয় করবে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করে, কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্য এবং কিছু সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে। (ইবনে হিব্বান)

কাজ মূলত তিন ধরনের:

১। নিজের প্রতি কর্তব্য ২। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য ৩। সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য

তাই সময়কে কাজের সাথে সমন্বয় করে নিতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

আর মানুষ ততটুকু ফল লাভ করবে যতটুকু চেষ্টা সে করেছে, তার প্রচেষ্টা শিগগীরই দেখে নেয়া হবে। অতঃপর সে পুরোপুরি ফল লাভ করবে। আর পরিশেষে সবাইকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই পৌঁছাতে হবে। সূরা নাজম: ৩৯-৪২

ইবাদত কবুলের শর্ত পূরণ:

কুরআন কারীম ও সুন্নাতের আলোকে যিকরসহ সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল বা গৃহীত হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছেঃ

(১) বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস

(২) সুন্নাতের অনুসরণ

(৩) হালাল ভক্ষণ

মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমত, ঈমান

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন.

ফরয কর্ম দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা “হারাম” নামে অভিহিত।

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন।

ষষ্ঠত, মাকরূহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু‘আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তমত, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন

নারীদের এমন কি আমল করা উচিৎ যাতে তারা সহজে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের জান্নাত লাভের সোজা পথ বাতলে দিতে গিয়ে সেখানেও বলেছেন,

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير.

" –যখন কোন একজন নারী পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে

– রামাদ্বানের সিয়াম পালন করবে

– নিজের সতীত্বের হিফাজত করবে

– এবং তার স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাও তুমি প্রবেশ কর।"

(ইবনু মজাহ, ইমাম আল-বানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন)

MUSLIM WOMAN

ইবনু আব্বাস রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

"আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে ; আর সেখানে অধিকাংশ অধিবাসিরাই নারী। আর এটা এই কারনে যে তারা অস্বীকারকারিনী। বলা হল, তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে? রাসূল সা বললেন, তারা তাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়/ স্বামীদের অবদান, ইহসান অস্বীকার করে। তাদের অবস্থাটা এমন যে, তুমি সারা জীবন তাদের প্রতি ইহসান করে যাচ্ছো আর তোমার কোন একটি ত্রুটির কারণে তোমাকে বলবেঃ তোমার মাঝে আমি কখনোই ভালো কিছু পাইনি।" বুখারি-১০৫২।

সালাতের সময়কে কেন্দ্র করেই আমলের পরিকল্পনা নিতে হবে।

যে সমস্ত সুন্নাত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো পড়াই একজন মুছল্লীর জন্য যথেষ্ট।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। সেগুলো হল- যোহরের পূর্বে চার পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পর দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই।

মুসলিম হা/১৭২৯, ১/২৫১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৬৪), ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫; তিরমিযী হা/৪১৫; মিশকাত হা/১১৫৯, পৃঃ ১০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯১, ৩/৯০ পৃঃ।

অন্য বর্ণনায় ১০ রাক‘আতের কথা এসেছে। সেখানে যোহরের পূর্বে দুই রাক‘আত বলা হয়েছে।

বুখারী হা/১১৮০; তিরমিযী হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১১৬০, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯২, ৩/৯১ পৃঃ।

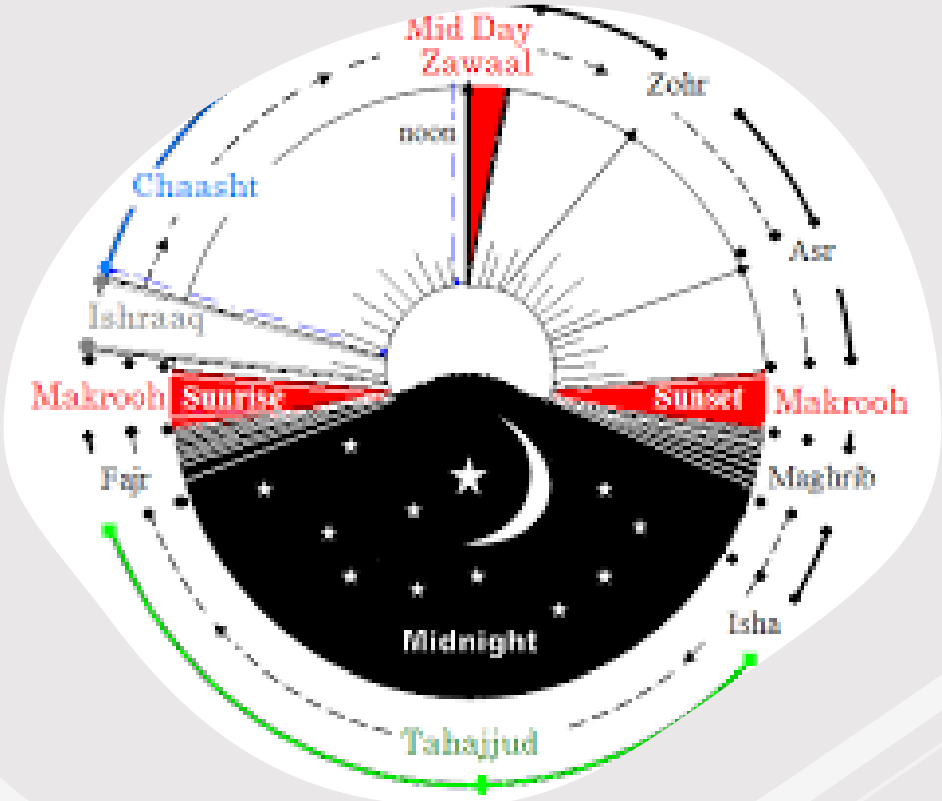

তাসবীহ দানা ব্যবহার করা জায়েয। তবে উত্তম হল, হাতের আঙ্গুল ও আঙ্গুলের কর ব্যবহার করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

“আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা কর। কেননা (কিয়ামত দিবসে) এগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং এগুলোকে কথা বলানো হবে।” (আহমাদ। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করা। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু’আ, অনুচ্ছেদঃ তাসবীহ্ পাঠ করার ফযীলত।)

তাছাড়া তাসবীহ্ ছড়া হাতে নিয়ে থাকলে রিয়া বা লোক দেখানো ভাবের উদ্রেক হতে পারে। আর যারা তসবীহ্ ছড়া ব্যবহার করে সাধারণতঃ তাদের অন্তর উপস্থিত থাকে না। এদিক ওদিকে তাকায়। সুতরাং আঙ্গুল ব্যবহার করাই উত্তম ও সুন্নাত সম্মত। [দ্র: ফতোয়া আরকানুল ইসলাম ২৬০ নং প্রশ্নের উত্তর]

ফযর সালাতের পূর্বে

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে পালনীয় যিকরঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ

উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছে'ন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অতঃপর সে উপরের যিকরের বাক্যগুলি পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দু'আ করে বা কিছু চায় তাহলে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।" সহীহ বুখারি ১/৩৮৭, নং ১১০৩।

স্বাভাবিকভাবে ভোরে ঘুম থেকে উঠার যিকর :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ও আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুম থেকে উঠে উপরের যিকরটি বলতেন। সহীহ বুখারি ৫/২৩৬, ২৩২৭, ২৩৩০, ৬/২৬৯২, নং ৫৯৫৩, ৫৯৫৫, ৫৯৬৫, ৫৯৫৯, সহীহ মুসলি ৪/২০৮৩, নং ২৭১১।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের দুই রাক'আত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু তা হতে উত্তম। মুসলিম হা/১৭২১, ১/২৫১ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৬৪, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৬, ৩/৯২ পৃঃ।

ফযর সালাতের পরে

প্রথম পর্যায় - সালাতের পরে বসে, বিশেষত চারজানু হয়ে বসে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত যিকর করা, যখন মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হবে।

“রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন সূর্য ভালোভাবে উঠে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর বসার স্থানে চারজানু হয়ে বসে থাকতেন।” সহীহ মুসলিম ১/৪৬৪, নং ৬৭০।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠতেন। তাঁর বসা অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন। আর তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।” সহীহ মুসলিম ১/৪৬৩, নং ৬৭০,

উমার (রাঃ) বলেন :

“রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকতেন। মানুষেরা তাঁর চারিদিকে বসত। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকতেন। এরপর তিনি একে একে তাঁর সকল স্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে সালাম দিতেন ও তাঁদের জন্য দু‘আ করতেন।”

আল্লামা হাইসামীর বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯।

সকাল বেলার যিকর সমূহঃ

দ্বিতীয় পর্যায়- মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হলে (সূর্যোদয়ের মোটামুটি আধাঘণ্টা পরে) অন্তত দুই রাক’আত ইশরাক সালাত আদায় করা।

“যে ব্যক্তি ফযরের সালাত জামা‘আতে আদায় করে, তারপর একই জায়গায় বসে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে অতঃপর দুই রাকা‘আত সালাত আদায় করে সে ব্যক্তি একটি হজ ও একটি পূর্ণ উমরার সাওয়াব পাবে”। (তিরমিযী, হাদীস নং ৫৮৬)

এই কালেমা চারটির ওজনই বেশি হবে। কালেমাগুলো এই-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ : ‘আল্লাহ পবিত্র আর প্রশংসাও তার; এ পবিত্রতা ও প্রশংসা তার সৃষ্ট বস্তুর সমান। তার নিজের সন্তুষ্টু সমান। (পবিত্রতা ও প্রশংসায় তিনি) তার আরশের ওজনের সমান। (পবিত্রতা ও প্রশংসায় তিনি) তার বাণীসমূহ লেখার কালির পরিমানের সমান।’ (মুসলিম)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, কবুলকৃত কর্ম ও পবিত্র রিযিক।” (১ বার)

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেনঃ ((إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الفجر إذا صلي নবীয়ে আকরাম (সা.) ফজরের সালাতের শেষে, যখন সালাত আদায় হয়ে যেত তখন এই বাক্যগুলি বলতেন। অন্যতম যিকর: (ফজর সালাতের পরেই সালাতের অবস্থায় পা ভেঙ্গে বসে থেকেই ১০০ বার অথবা ১০ বার এই যিকর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ (بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন
দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ *“আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা কর। কেননা (কিয়ামত দিবসে) এগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং এগুলোকে কথা বলানো হবে।*” (আহমাদ। আবু দাউদ,

সকাল বেলার যিকিরসমূহঃ

সাধারনত এই যিকির ফজরের সময় থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ে করার কথা এসেছে। তবে ইসলামীক স্কলার্স বলেছেন, কেউ যদি এই সময়ের যিকির নির্ধারিত সময়ে না পড়তে পারেন, তাহলে যোহরের পূর্বে যেকোন সময়ে পড়লেও যিকির আদায় হবে ইন শা আল্লাহ।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

১. (সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী)। (১০০ বার)

“আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।”

* যে ব্যক্তি তা সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে তার মত বলবে, বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে। মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯২।

* আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ‘‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’’ শতবার বললো, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয়। ইবনে মাজাহ, হা/৩৮১২ হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

২।

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ وَلَهُ الـحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ (بِيَدِهِ الـخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।” আবু যার (রাঃ), আব্দুর রাহমান ইবনু গানম (রাঃ), উমারাহ ইবনু শাবীব (রাঃ), আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর এবং ফজরের সালাতের পর, ঘুরে বসা বা নড়াচড়ার আগেই, পা গুটানো অবস্থাতেই, কোনো কথা বলার আগে এই যিকরটি ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রত্যেক বারের জন্য জন্য ১০ টি সাওয়াব লিখবেন, ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন, তাঁর ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ঐদিনের জন্য তাকে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে পাহারা দেওয়া হবে। ঐদিনে শির্ক ছাড়া কোনো গোনাহ তাঁকে ধরতে পারা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি বলবে সে ছাড়া অন্য সবার চেয়ে সে ঐ দিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে গণ্য হবে।” বিভিন্ন সহীহ ও হাসান সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত

দোহা/চাশত/আউয়্যাবিন

সালাতুদ-দুহার উত্তম সময়, উট (বা গো) বাছুরের গা যখন সূর্যের তাপে গরম হতে শুরু করে। আর তা হলো, সূর্যের আলো পরিপূর্ণ ছড়ানো ও উজ্জল হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য মাথা বরাবর হওয়ার আগ পর্যন্ত। (ফাতওয়া বিষয়ক আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ: ১৪৮/৬)

শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায রহ. বলেন, সূর্য এক ধনুক পরিমাণ উপরে উঠা থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার আগ পর্যন্ত। উত্তম হলো, এ সালাত পূর্ণ গরম হওয়ার পরপরই পড়ে নেওয়া। আর একেই বলে আউয়াবীনের সালাত। (মাজমু'উল ফাতওয়া: ৩৯৬/১১)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ ইবন উসাইমীন রহ. বলেন, সূর্য এক ধনুক পরিমাণ উঁচু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ সূর্য উদয়ের পনের বা ত্রিশ মিনিট পর থেকে সূর্য ডলে পড়ার পাঁচ-দশ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত। (মাজমু'উল ফাতওয়া: ৩০৬/১৪)

মুআয রা থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন,"রাসূলুল্লাহ্ সা দুহার সালাত কত রাকাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার রাকাত। ইচ্ছে হলে বেশিও পড়তেন।" সহীহ মুসলিম ৭১৯।

আর আবূ যর রা হাদীস দ্বারা দুই রাকাত সাব্যস্ত। আবূ যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার ওপর একটি সদকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ সদকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতি আল্লাহু আকবার সদকা, আমর বিল মা'রুফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা। অবশ্য চাশতের সময় দু-রাকাত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২০।

যাওয়াল ((زَوَالঅর্থ: বিলোপ, বিলুপ্তি, অস্তগামিতা, সূর্য হেলার সময়, উধাও, মধ্যাহ্ন, দ্বিপ্রহর ইত্যাদি। চাশতের সালাত আদায়ের পর সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করে, তখন যোহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর যোহরের সূচনাতেই পড়তে হয় যাওয়ালের সালাত।

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত (পশ্চিমাকাশে) সূর্য ঢলার সময় চার রাকাআত সালাত পড়তেন। একবার আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! (আপনাকে দেখছি) সূর্য ঢলার সময় চার রাকাআত প্রতিনিয়তই পড়ছেন!' তিনি বললেন, "সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং যোহরের সালাত না পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। তাই, আমি পছন্দ করি যে, এই সময় আমার নেক আমল (আসমানে) উঠুক।" আমি বললাম, 'এ সালাতের প্রত্যেক রাকাআতেই কি কিরাত আছে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'তার মাঝে কি পৃথককারী সালাম আছে?' (অর্থাৎ, দুই রাকাআত পর সালাম ফেরানো আছে?) তিনি বললেন, "না।" (অর্থাৎ, এক সালামে চার রাকাআত। যেভাবে আমরা যোহরের চার রাকাত সুন্নাহ সালাত পড়ি, ঠিক সেভাবে) [তিরমিযি, আশ-শামাইল: ২৪৯; হাদিসটি সহিহ]

যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত এবং পরে ৪ রাকআত সালাত পড়ার ব্যাপারে হাদিসে বিশাল ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মীনী উম্মে হাবিবা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ

"যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাকাআত এবং পরে চার রাকাআত নামায পড়বে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্ষ করবে না।" (সুনান নাসাঈ, হা/ ১৮১৭ ও তিরমিযী হা/৪২৮)

আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাকাআত ও পরে চার রাকাআতের উপর যত্নশীল হবে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।" (ইমাম তিরমিযী বলে, এ হাদিসটি হাসান-সহীহ, শাইখ আলবানীও উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন)

◇ এই ৪ রাকআত পড়ার নিয়ম হল, যোহরের চার রাকআত ফরয সালাত শেষে দু রাকআত (সুন্নাত) পড়ে সালাম ফিরানোর পরে আরও দু রাকআত (নফলের নিয়্যতে) আদায় করা।

ফরয সালাতে সালাম ফিরানোর পর যিকরসমূহ (কয়েকটি উল্লেখ হলো)

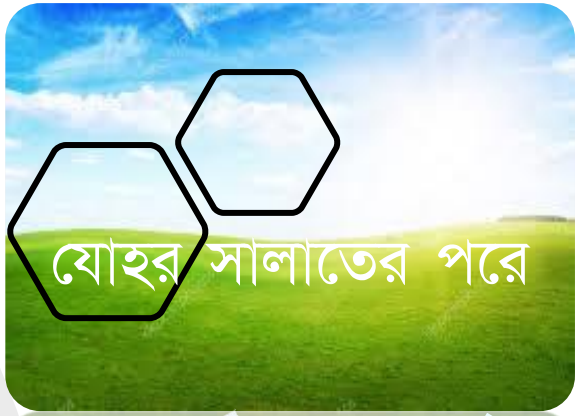

১। « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (তিনবার) "আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

২। «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ».
"হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়। আপনার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও সম্মানের অধিকারী" মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯১।

৩। لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনবার]
اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».
"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (তিনবার)
হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রুদ্ধ করেছেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আর কোনো ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার কাছে কোনো উপকারে আসবে না।" বুখারী ১/২২৫, নং ৮৪৪

৪। لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ, لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ».
একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, যাবতীয় অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, আমরা তাঁর দেয়া দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"। মুসলিম ১/৪১৫, নং ৫৯৪।

৫। « سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (৩৩ বার)
« لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». «
"আল্লাহ কতই না পবিত্র-মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।" (৩৩ বার)
"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" মুসলিম, ১/৪১৮, নং ৫৯৭

ফরয সালাতে সালাম ফিরানোর পর যিকরসমূহ

(১) সুবহানাল্লাহ ১০ বার, আল হামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার। (বুখারী)

☑ (২) সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। মোট ৯৯ বার। (বুখারী ও মুসলিম)

☑ (৩) সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। আর ১ বার বলবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। (মুসলিম)

☑ (৪) সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। মোট ১০০ বার। (মুসলিম)

☑ (৫) সুবহানাল্লাহ ২৫ বার, আল হামদুলিল্লাহ ২৫ বার, আল্লাহু আকবার ২৫ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ২৫ বার। (আহমাদ, নাসাঈ, সহীহ ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান ও হাকেম।)

মুসলিম ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে কখনো এটা কখনো ওটা আমল করতে পারে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি সহজতার প্রমাণ।

----------শাইখ আব্দুল্লাহ আল কাফী বিন আব্দুল জলীল

৬। প্রত্যেক সালাতের পর একবার, সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস। সহীহুত তিরমিযী,

তুমি পাঠ করো, 'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ', 'কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস' এ সূরাগুলো দ্বারা (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থন করো। কেননা এই সূরাগুলোর মত অন্য কিছু দ্বারা (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না। তুমি মুআওয়ায়াযাত বা আশ্রয় প্রার্থনার সূরাগুলো প্রত্যেক ফরয সালাতের পাঠ করো। তারপর তিনি উক্ত তিনটি সূরা উল্লেখ করলেন।''

(সুনান আবুদ দাউদ, তিরমিয, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান প্রমূখ। দেখুন ফাতহুল বারী, ৯/৬২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন, 'তুমি প্রতিদিন বিকালে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সূরা কুল হুআল্লাহু আহাদ অর্থাৎ সূরা আল-ইখলাছ এবং আল-মুআওবিযাতাইন অর্থাৎ সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস পাঠ করবে, তাহলে তা তোমার প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।' (তিরমিযী, হা/৩৫৭৫; তা'লীকুর রাগীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪, সনদ হাসান; ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ২৬/২৪ পৃঃ)।

৭। আয়াতুল কুরসী। প্রত্যেক সালাতের পর একবার। নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, নং ১০০

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না।নাসাঈ, আল-কুবরা হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২।

৮। «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

''একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান''। মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর উপরোক্ত যিকর ১০ বার করে করবে। তিরমিযী ৫/৫১৫, নং ৩৪৭৪

আলী (রঃ) বলেন, "নবী (সঃ) আসরের পূর্বে ৪ রাকাআত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক দুই রাকাআতে আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফিরিশতা, আম্বিয়া ও তাঁদের আনসারী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম (তাশাহহুদ) দিয়ে পৃথক করতেন। আর সর্বশেষে সালাম ফিরতেন।" আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সিঃ সহীহাহ ২৩৭ নং)

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করে।"
[আবু দাউদ ১২৭১, তিরমিযি ৪৩০ম আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন, সহীহুত তরাগীব ওয়াত তরাহীব, হা/৫৮৮]

উল্লেখ্য যে, আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায দৈনন্দিন ১২ রাকআত সুন্নাতে রাতেবা/সুন্নতে মুআক্কাদা এর এর অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং তা সাধারণ নফল। সুতরাং কেউ যদি তা আদায় করে তাহলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব লাভ করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
" صلاة الليل و النهار مثنى مثنى রাত ও দিনের নফল (ফরজ ছাড়া অন্যান্য নামায) দু রাকাআত রাকাআত করে।" (আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-সহীহ)

অবশ্য কোনো আলেম আসরের পূর্বে এই চারকআত এক সালামে পড়ার পক্ষেও মত দিয়েছেন। কিন্তু হাদিসের আলোকে দু রাকআত দু রাকআত করে পড়ার মতটি অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য বলে প্রতিভাত হয়।

উত্তর প্রদানে: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলিল
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার.

সাধারনত বিকালের যিকির আসর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মাঝে করার কথা বলা হয়েছে তবে অনেক ইসলামিক স্কলার্স এটাও বলেছেন যে মাগরিবের পর প্রথম তৃতীয়াংশ সময়ের মাঝে করলেও সওয়াব পেয়ে যাবেন।

رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً (৩ বার)।
আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।" আবু দাউদঃ ১৫৩১;
যে ব্যক্তি এ দো'আ সকাল ও বিকাল তিনবার করে বলবে, আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা।

اللَّهُمَّ مَا أَمسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْ
"হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে বিকালে উপনীত হয়েছে, অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব নেয়ামত কেবলমাত্র আপনার নিকট থেকেই; আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।"
যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরোক্ত দো'আ পাঠ করলো সে যেনো সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বিকালবেলা এ দো'আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো"। আবূ দাউদ ৪/৩১৮, নং ৫০৭৫;

اللهم إِنِّيْ أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ» (৪ বার). "হে আল্লাহ আমি বিকালে উপনীত হয়েছি"। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার 'আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর উপর) যে-নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।"
যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে তা চারবার বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন।বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ১২০১;

সব কিছুর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ (৩ বার):
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
)বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা'আ ইস্‌মিহী শাইউন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম)।
"আল্লাহ্‌র নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।"
যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং বিকালে তিনবার এই দু'আ পড়বে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। আবূ দাউদ, ৪/৩২৩, নং ৫০৮৮; তিরমিযী, ৫/৪৬৫, নং ৩৮০৮; সহীহ ইবন মাজাহ, ২/৩৩২।

সাধারনত বিকালের যিকির আসর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মাঝে করার কথা বলা হয়েছে তবে অনেক ইসলামিক স্কলার্স এটাও বলেছেন যে মাগরিবের পর প্রথম তৃতীয়াংশ সময়ের মাঝে করলেও সওয়াব পেয়ে যাবেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ

. আল্লা-হুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ)

“হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর। বুখারী, ৭/১৬২, নং ১১৬২। (১০ বার)

“যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা’আত লাভ করবে। হাদীসটি সহীহ।” মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার, পৃ. ১৫৪।

(সায়্যিদুল ইসতিগফার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করে না।”

“যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা এটি (‘সায়্যিদুল ইসতিগফার’) অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে, সে ঐ দিন রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।” বুখারী, ৭/১৫০, নং ৬৩০৬।

মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়ার ছহীহ দলীল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বার বলেন, যার ইচ্ছা সে পড়বে। এজন্য যে লোকেরা যেন তাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ না করে। বুখারী হা/১১৮৩, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১২ ও ১১১৩, ২/৩২৩ পৃঃ); মুসলিম হা/১৯৭৫, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৮);

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদ্বীনায় থাকতাম তখন এমন হত যে, মুয়াযযিন মাগরিবের ছালাতের যখন আযান দিত, তখন লোকেরা কাতারে দাঁড়িয়ে যেত। অতঃপর তারা দুই রাক‘আত দুই রাক‘আত করে ছালাত আদায় করত। এমনকি কোন অপরিচিত লোক মসজিদে প্রবেশ করলে ধারণা করত, অবশ্যই মাগরিবের ছালাত হয়ে গেছে। এত মানুষ উক্ত দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করত। মুসলিম হা/১৯৭৬, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৯); মিশকাত হা/১১৮০, পৃঃ ১০৪;

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা’র সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।” হাদীসটি সহীহ। ইবনু আবী শাইবা, মুসান্নাফ ২/১৫, নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ১/৫১, ৫/৮০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪০,

এই সময়ে কত রাক’আত সালাত আদায় করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই

কিছু যয়ীফ বা দুর্বল সনদের হাদীসে এই সময়ে ৪ রাক’আত বা ৬ রাক’আত, ১০ বা ২০ রাক’আত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা বলা হয়েছে।

আনাস (রাঃ) বলেন, “সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশা’র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।” আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৩৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩। হাদীসটি সহীহ।

ইশা সালাতের পরে

এ সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন পাঠ, সালাত (দরুদ) পাঠ, দুআ ও মুনাজাত ওযীফা করে নিতে পারেন।

প্রিয় রাসূল ﷺ এশার নামাযকে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করে পড়তে পছন্দ করতেন এবং এশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন। (বুখারী ৫৯৯, মুসলিম, প্রমুখ)।

সালাতুল বিতর ও আনুষঙ্গিক যিকর

বিতির সালাতের সময়ঃ

ইশা’র সালাত আদায়ের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। বিতির সালাত আদায়ের সর্বোত্তম সময় শেষ রাত্র। এটা বেশি সাওয়াবের এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আচরিত সুন্নাত।

যারা শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে ভয় পান তাদের উচিত যখনই ঘুমাতে যাওয়ার সময় হবে, ওযু করে সম্ভব হলে কয়েক রাক’আত নফল সালাত আদায় করে,বিতির আদায় করে ঘুমাতে যাওয়া।

সালাতুল বিতরের পরের যিকর

বিতির সালাত শেষ হলে তিন বার বলতেনঃ

سبحان الملك القدوس

উচ্চারণঃ সুব’হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।

অর্থঃ “ঘোষণা করছি পবিত্রতা মহান মহা পবিত্র সম্রাটের।” তিনি শেষবারে লম্বা (জোরে শব্দ) করে বলতেন। হাদীসটির সনদ সহীহ। সুনানু আবী দাউদ ২/৬৫, নং ১৪৩০, সুনানুন নাসাঈ ৩/২৩৫, নং ১৬৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬/২০৩,

ব্যতিক্রম নামায হল, বিতরের পরে ২ রাকআত সুন্নত বসে বসে পড়া। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল (সাঃ) (বিত্‌র নামাযের) সালাম ফিরার পর বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। (মুসলিম, সহীহ) হযরত উম্মে সালামাহ্‌ বলেন। ‘তিনি বিতরের পর বসে বসে (হাল্কা করে) ২ রাকআত নামায পড়তেন।’ (আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ১২৮৪নং)

মহানবী (সাঃ) বলেন, “নিশ্চয় এই (সফর) রাত্রি জাগরণ ভারী ও কষ্টকর। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন বিত্‌র পড়বে তখন সে যেন ২ রাকআত পড়ে নেয়। অতঃপর সে যদি রাত্রে উঠতে পারে তো উত্তম। নচেৎ, ঐ ২ রাকআত তার (রাতের নামায) হয়ে যাবে।” (দারেমী, সুনান, মিশকাত ১২৮৬, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৯৯৩নং দ্র:)

কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাতঃ কিয়ামুল্লাইল’ অর্থ রাতের কিয়াম বা রাত্রিকালীন দাঁড়ানো। সালাতুল ইশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্তের উন্মেষ পর্যন্ত সময়ে যে কোনো নফল সালাত আদায় করলে তা ‘কিয়ামুল্লাইল’/‘সালাতুল্লাইল’ অর্থাৎ রাতের দাঁড়ানো বা রাতের সালাত বলে গণ্য।

রাতের সময়টুকুকে হাদীসের আলোকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম তৃতীয়াংশঃ (মাগরিব থেকে প্রথম ৩-৪ঘন্টা)

“নিশ্চয় রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যে সময় কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে পার্থিব, জাগতিক বা পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দিবেন। এভাবে প্রতি রাত্রেই।সহীহ মুসলিম ১/৫২১, নং ৭৫৭।

দ্বিতীয় তৃতীয়াংশঃ (১ম তৃতীয়াংশ পর থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত) শীতে রাত ৯.৩০/১০টা-১২ টা পর্যন্ত এবং গরমে রাত ১০ - প্রায় ১১.৩০ টা পর্যন্ত ; এবং এরপর বাকি রাত।

“আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে ইশা’র সালাত রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করতাম। কারণ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে মহান প্রভু আল্লাহ সর্বনিম্ন আসমানে নেমে আসেন। প্রভাতের শুরু পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকেন। তিনি বলেন: কেউ কি চাইবে যাকে দেওয়া হবে? কেউ কি ডাকবে যার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে? কোনো পাপী কি আছে যে ক্ষমা চাইবে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে? অসুস্থ কেউ আছে কি? যে রোগমুক্তি চাইবে ফলে তাকে সুস্থতা প্রদান করা হবে।মুসনাদ আহমাদ ১/১২০, ২/৫০৯, মুসনাদু আবী ইয়ালা ১১/৪৪৭-৪৪৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫৪।

তৃতীয় ভাগঃ মধ্য রাত থেকে (রাত ১১.৩০ টা বা ১২ টা থেকে) রাতের শেষ তৃতীয়াংশের শুরু পর্যন্ত

‘মধ্য রাতে আসমানের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেনঃ ‘কোনো প্রার্থনাকারী আছ কি? যদি কেউ প্রার্থনা করে তাহলে তা কবুল করা হবে। কোনো যাঞ্চাকারী আছ কি? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে তাকে তা দেওয়া হবে। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি? বিপদ মুক্তি চাইলে তার বিপদ কাটানো হবে।’ এ সময়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন। শুধুমাত্র দেহ ব্যবসায়ী ব্যভিচারিণী ও টোল আদায়কারী (নাগরিকদের কষ্ট দিয়ে যে টোল খাজনা ইত্যাদি আদায় করে) বাদে।” হাদীসটির সনদ সহীহ। সহীহ মুসলিম ১/৫২২, ৭৫৮।

চতূর্থ ভাগঃ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ(রাত ১ টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ “আমাদের মহান মহিমান্বিত প্রভু প্রতি রাতে, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেনঃ কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কেউ যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করব। কেউ যদি আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব। সহীহ বুখারী ১/৩৮৪, নং ১০৯৪, ৫/২৩৩০, নং ৫৯৬২, ৬/২৭২৩, নং ৭০৫৬, সহীহ মুসলিম ১/৫২১, নং ৭৫৮।

শারীক আল-হাওযানী (রহঃ) বলেন, একদা আমি আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জেগে সর্বপ্রথম কোনো দু'আ পড়ার মাধ্যমে শুরু করতেন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছো, তোমার পূর্বে কেউই এ ব্যাপারে আমার নিকট জানতে চায়নি। তিনি যখন রাতে জাগতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার ও দশবার আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। আর সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি দশবার ও সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস দশবার এবং আসতাগফিরুল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অভাব, সংকীর্ণতা ও বিপদগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় চাইছি। এরপর তিনি সালাত শুরু করতেন। সূনানে আবু দাউদ ৫০৮৫(তাহকীককৃত) হাসান সহীহ। নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

তাহাজ্জুদ' অর্থ ঘুম থেকে উঠা। রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায় করা সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। কেউ যদি ইশার সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় ঘুময়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' ও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ১১/১২ টার দিকে কিছু নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বলে গণ্য হলেও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য নয়।
কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও দরুদ পাঠ, দু'আ দিয়ে পার হতো রাতের শেষ রাতটুকু।

ইবনে আব্বাস রা. নবীজীর রাতের আমল প্রত্যক্ষ করার জন্য তার খালা উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রা.-এর ঘরে ছিলেন। তিনি বলেন, দেখলাম-
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে দুই হাত দিয়ে চোখ মুছে ঘুম দূর করলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। -সহীহ মুসলিমঃ ৭৬৩

মিসওয়াক করাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন ভালো করে মিসওয়াক করতেন। সহীহ বুখারীঃ ১১৩৬; সহীহ মুসলিমঃ ৫১৬

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
তোমাদের কেউ যখন রাতে উঠবে, সে যেন প্রথমে হালকা দুই রাকাতের মাধ্যমে শুরু করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩২৩

ঘুমের পূর্বে প্রস্তুতি আমল

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ
যখন কোনো মানুষ বিছানায় শয়ন করে তখন একজন ফিরিশতা ও একজন শয়তান তার নিকট আসে। ফিরিশতা বলে, হে আল্লাহ, কল্যাণ ও মঙ্গল দিয়ে এর দিনের সমাপ্তি করুন। আর শয়তান বলে, অমঙ্গলের সাথে এর সমাপ্তি হোক। যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে নিদ্রা যায় তাহলে সারারাত ঐ ফিরিশাত তাঁকে দেখাশুনা ও হেফাযত করেন।" হাদীসটি সহীহ। সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৩৪৩,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো মুসলিম যদি দু'টি কাজ নিয়মিত করতে পারে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কাজ দু'টি খুবই সহজ কিন্তু করার মানুষ খুব কম। প্রথমত, প্রত্যেক সালাতের পরে ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এতে ১৫০ বার জিহ্বার যিকর হবে এবং আল্লাহর কাছে আমলনামায় বা মীযানে ১৫০০ সাওয়াব হবে। দ্বিতীয়ত, বিছানায় শয়ন করার পরে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এতে মুখে ১০০ বার ও মীযানে ১০০০ বার হবে।" রাসূলুল্লাহ (সা.) আঙ্গুলে গুণে গুণে তা দেখান। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, "এই দু'টি কর্ম সহজ হওয়া সত্ত্বেও পালনকারী কম কেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "কেউ শুয়ে পড়লে শয়তান এসে এগুলি বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সালাতের পরে এগুলি বলার আগেই তাকে তার বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয়।" হাদীসটি সহীহ। সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৬, নং ৫০৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৫৪, সহীহুত তারগীব ১/৩২১-৩২২।

আয়াতুল কুরসী

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ রাতে বিছানায় শয়ন করার পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হেফাযত করা হবে এবং কোনো শয়তান তাঁর নিকট আসতে পারবে না। সহীহ বুখারী ২/৮১২, ৩/১১৯৪, ৪/১৯১৪, নং ২১৮৭, ৩১০১, ৪৭২৩।

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

আবু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে তাহলে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে। সহীহ বুখারী ৪/১৪৭২, ১৯১৪, ১৯২৩, ১৯২৬, নং ৩৭৮৬, ৪৭২২, ৪৭৫৩, ৪৭৬৪, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৪-৫৫৫, নং ৮০৭।

সূরা কাফিরূন

নাওফাল আল-আশজায়ী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, তুমি সূরা 'কাফিরূন' পড়ে ঘুমাবে, এ শির্ক থেকে তোমার বিমুক্তি। হাদীসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭৪, নং ৩৪০৩, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৩, নং ৫০৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৭০,

সূরা ইখলাস

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবীজী (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআনের একতৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে? বিষয়টি তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা পারবে? তখন তিনি বলেনঃ 'কুল হুআল্লাহু আহাদ্' সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।' সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, ৪৭২৭, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৬, নং ৮১১।

ঘুমের পূর্বে প্রস্তুতি আমল

সূরা বনী ইসরাঈল (কুরআন কারীমের ১৭ নং সূরা) সূরা সাজদা, (কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা) সূরা যুমার (কুরআন কারীমের ৩৯ নং সূরা) সূরা মুলক (কুরআন কারীমের ৬৭ নং সূরা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র তিরিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে; সেটা সূরা মুলক। [আবু দাউদ; ১৪:০০, তিরমিযী: ২৮৯১, নাসায়ী: আল কুবরা, ৭১০, ইবনে মাজহঃ ৩৭৮৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৯৯, ৩২১]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলিফ লাম তানযীল' (সূরা আস-সাজদাহ) এবং 'তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুলক' (সূরা আল-মুলক) সূরাদ্বয় না পড়ে ঘুমাতেন না"। [তিরমিযী: ২৮৯৭, দারেমী: ৩৪১১, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৪৪৬, (৩৫৪৫)]

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। অন্য হাদীসে আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক রাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। হাদীসগুলি সহীহ। সুনানুত তিরমিযী ৫/১৮১, নং ২৯২০, নাসাঈ,

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একত্রে (তিন বার)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পরে তাঁর মুবারক দু'টি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে উপরের তিনটি সূরা পাঠ করতেন। এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দুই হাত দিয়ে মোছেহ করতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন। - এভাবে ৩ বার করতেন।" সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, নং ৪৭২৯, ৫/২১৬৫, ২১৬৯, ২১৭০।

باسمك ربي وضعت جنبي فاغفرلي ذنبي

উচ্চারণঃ বিসমিকা রাব্বী, ওয়াদ্বা'অ্ জানবী, ফাগফির লী যাম্বী।

অর্থঃ "হে আমার প্রভু, আপনারই নামে শয়ন করলাম। আপনি আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, নবীজী (সা.) যখন বিছানায় ঘুমের জন্য শয়ন করতেন, তখন উপরোল্লেখিত দু'আটি বলতেন। হাদীসটি হাসান।মুসনাদ আহমাদ ২/১৭৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২৩।

ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (সা.) প্রেরণ করেছেন তার উপর।

বারা ইবনুল আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবেঃ (উপরের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।" সহীহ বুখারী ১/৯৭, নং ২৪৪, ৫/২৩২৬, নং ৫৯৫২, ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮২, নং ২৭১০।

ঘুমের পূর্বে প্রস্তুতি আমল

ওযু অবস্থায় ঘুমানোর ফযীলত :

ঘুমের জন্য ওযু অবস্থায় শয়ন বিশেষ দুটি পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

طَهِّرُوا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا

“তোমরা তোমাদের দেহগুলিকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা ওযু অবস্থায় ঘুমান, তাহলে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন। রাত্রে যখনই এই ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এই ফিরিশতা বলেনঃ হে আল্লাহ আপনি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।” হাদীসটি হাসান। সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৩২৮,

অন্য হাদীসে মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا (على ذكر الله) فيتعار من الليل فيسأل الله من خير الدنيا والاخرة الا أعطاه اياه

“যে কোনো মুসলিম যদি ওযু অবস্থায় (আল্লাহর যিকরের উপর) ঘুমায় ; এরপর রাত্রে কোনো সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে (ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তাঁর জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেনই।” হাদিসটি সহীহ। নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ৬/২০২, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১০, নং ৫০৪২,

তাহাজ্জুদের নিয়্যাতসহ ঘুমাতে যাওয়া

একটি হাদীসে আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

“যদি কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে বলে নিয়্যাত করে ঘুমায়, কিন্তু তার ঘুমের আধিক্যের কারণে ভোরের আগে (ফজরের আগে) উঠতে না পারে, তাহলে তাঁর নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব তাঁর জন্য লিখা হবে, আর তাঁর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।” হাদীসটি সহীহ। সুনানুন নাসাঈ ৩/২৫৮, নং ১৭৮৭, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/৪২৬, নং ১৩৪৪, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ২/১৯৫,

বিশেষ মুনাজাত

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

: “হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু, যিনি অঙ্কুরিত করেন শস্য বীজ ও আঁটি, যিনি নাযিল করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান; আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার কাছে আপনার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই গোপন, আপনার নিম্নে আর কিছুই নেই। আপনি আমাদের ঋণমুক্ত করুন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা প্রদান করুন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বিছানায় শয়ন করার পরে (ডান কাতে শুয়ে) এই মুনাজাতটি পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা (রাঃ) তাঁর কাছে খাদিমা চাইলে তিনি তাঁকে দু‘আটি শিখিয়ে দেন। সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৪, নং ২৭১৩।

ঘুমের পূর্বে প্রস্তুতি আমল

ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াফাওআদ্বতু আমরী ইলাইকা,ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা- মালজাআ ওয়ালা-মানজা- মিনকা ইল্লা- ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (সা.) প্রেরণ করেছেন তার উপর।

বারা ইবনুল আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবেঃ (উপরের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।" সহীহ বুখারী ১/৯৭, নং ২৪৪, ৫/২৩২৬, নং ৫৯৫২, ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮২, নং ২৭১০।

باسمك ربي وضعت جنبي فاغفرلي ذنبي

উচ্চারণঃ বিসমিকা রাব্বী, ওয়াদ্বা'অতু জানবী, ফাগফির লী যাম্বী।

অর্থঃ "হে আমার প্রভু, আপনারই নামে শয়ন করলাম। আপনি আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, নবীজী (সা.) যখন বিছানায় ঘুমের জন্য শয়ন করতেন, তখন উপরোল্লেখিত দু'আটি বলতেন। হাদীসটি হাসান।মুসনাদ আহমাদ ২/১৭৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২৩।

বিসমিকা, আল্লা-হুম্মা, আমূতু ওয়া আ'হইয়া-।

অর্থ: "আপনারই নামে, হে আল্লাহ, আমি মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত হই।"

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমানোর এরাদা করলে এই যিকরটি বলতেন। সহীহ বুখারী ৫/২৩৩০, নং ৫৯৬৫।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহকে (সা.) প্রশ্ন করা হলোঃ “কোন দু‘আ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয়? তিনি উত্তরে বলেনঃ “রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয সালাতের পরে (দু‘আ বেশি কবুল হয়)।” ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ফাতহুল বারী ১১/১৩৪, সুনানুত তিরমিযী ৫/৫২৬, নং ৩৪৯৯,
বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সাজদায় থাকে এবং যখন সে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে [বা শেষাংশে] সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। অতএব, রাতের ঐ সময়ে যারা আল্লাহর যিকর করেন, তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তা হবে। হাদীসটি সহীহ।সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬৯, নং ৩৫৭৯ (৩৫৭৪), মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৫৩, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৮২,

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة (صلاة الليل) الصلاة في جوف الليل
“ফরয সালাতের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সালাত রাতের সালাত বা রাতের গভীরে আদায়কৃত সালাত। মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২১।

তাহাজ্জুদ সালাত

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “হে মানুষেরা তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তা রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে তোমরা শান্তিতে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৫২।
আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল্লাইল পালন করবে। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের অভ্যাস, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য, পাপের ক্ষমা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহ থেকে রোগব্যধির বিতাড়ন।” হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩২৮, সহীহুল জামি ২/৭৫২।

- সালাতুল হাজত বা প্রয়োজন পূরণের সালাত কি সুন্নাহ মুতাবিক?

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ওহে, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। (সুরা আল বাকারাহ: ১৫৩)।

যেকোন বিপদে বা প্রয়োজনে আল্লাহর সাহায্য কামনার উদ্দেশ্যে ওযূ করে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি কিংবা বিশেষ কোন দো'আ ব্যতীত সাধারণ পদ্ধতিতে দুই রাকাত নফল সালাত পড়ে দু'আ করা জায়েজ মর্মে পৃথিবীর কোনো আলেমের মধ্যে দ্বিমত নেই সবাই একমত এটি জায়েজ। মহান আল্লাহ বলেন, আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো (সূরা বাক্বারাহ ২/৪৫)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ভীতি অনুভব করলেই দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন (সহীহ ইবনু হিববান হা/১৯৭৫; আহমাদ হা/২৩৯৭২; সহীহাহ হা/৩৪৬৬) তবে এটি নফল সালাত হওয়ায় এর জন্য কোন নিষিদ্ধ সময় নেই বরং আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে যে কোন সময় পড়া যাবে। (আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৭/২১১-১৫)।

দুই রাকাত বা চার রাকাত অথবা বার রাকাত নামাজকে বিশেষভাবে 'সালাতুল হাজত' নামকরণ করা এবং সালাত শেষে বিশেষ কোনো দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করা এসব ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদিস নেই।

সালাতুল হাজত ও তাতে পঠিতব্য দো'আ সম্পর্কে যে চারটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার একটিও সহীহ নয় সবগুলোই জাল জয়ীফ। মুহাদ্দিসগণ বলেন, চারটি হাদীসের মধ্যে একটিতে বিশেষ পদ্ধতি ১২ রাকাআত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেটি মওযু বা বানোয়াট।

আর দু রাকাআত আদায় করার কথা বলা হয়েছে বাকি ৩টি হাদীসে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে ১টি বানোয়াট (,(موضوع একটি অত্যন্ত দুর্বল ((ضعيف جداً আর আরেকটি শুধু দুর্বল () |(ضعيف দেখুন যঈফুত তারগীব হা/৪১৬, ৪১৮; যঈফুল জামে' হা/৫৮০৯; মিশকাত হা/১৩২৭)।

সালাতুল হাজত' নাম নিয়ে, নির্দিষ্ট একটি দু'আর মাধ্যমে সালাতুল হাজত পড়া সম্পর্কে যেহেতু সবগুলো হাদীস জাল জয়ীফ তাই এভাবে না পড়ে (তবে সাধারণভাবে দুই রাকাত সালাত পড়ে সাহায্য চাইতে অসুবিধা নেই); সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ড লাজনাহ দায়িমা এই মত দিয়েছে। (দেখুন ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/১৬২)।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা তত পরিমাণে আমল কর যত পরিমাণে তোমরা করার ক্ষমতা রাখ। আল্লাহর কসম! আল্লাহ (সওয়াব দিতে) ক্লান্ত হবেন না, বরং তোমরাই (আমল করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়বে।”
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৪৩)

কতগুলো জাল বা দূর্বল হাদীসের আমলঃ

• ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়া :
উক্ত আমল সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ।
মা‘কিল ইবনু ইয়াসির রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার ‘আঊযুবিল্লা-হিস সামীইল আলীম মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজীম’সহ সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদি ঐ দিন ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে শহীদ হয়ে মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে, তার জন্যও একই ফযীলত রয়েছে। তিরমিযী হা/২৯২২, ২/১২০ পৃঃ।
তাহক্বীক্ব : ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীছটি গরীব। আর এই সূত্র ছাড়া আর অন্য কোন সূত্র নেই। ঐ, ২/১২০ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ।
এর সনদে খালেদ ইবনু ত্বাহমান নামে যঈফ রাবী আছে। ইরওয়াউল গালীল ২/৫৮ পৃঃ। এ সম্পর্কে আরো জাল হাদীছ রয়েছে। যঈফুল জামে‘ হা/১৩২০। অতএব উক্ত হাদীছ আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কতগুলো জাল বা দূর্বল হাদীসের আমলঃ যা থেকে দূরে থাকা নিরাপদ

সহীহ হাদীসে সূরা ইয়াসিনের অতিরিক্ত কোনো ফযিলত বর্ণিত হয় নি। দু একটি দুর্বল ও বিভিন্ন জাল বানোয়াট হাদীসে এ সূরার বিভিন্ন ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্বল হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদিসটি হচ্ছে:

" إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". (سنن الترمذي، فضل يس، رقم:2887)

'প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে হৃদয় হচ্ছে 'ইয়াসিন'। যে ব্যক্তি 'ইয়াসিন পড়বে আল্লাহ তার আমলনামায় দশবার পূর্ণ কুরআন পড়ার নেকী দান করবেন। তিরমিযী. সুনান, ইয়াসিনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:২৮৮৭।
ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর নিজেই হাদীসটির সনদ গরীব ও দুর্বল বলে মন্তব্য বরং প্রমাণ করেছেন। তার মন্তব্য মতে হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। অনেকে হাদীসটিকে বানোয়াট বলেও মন্তব্য করেছেন। তিরমিযির আলোচনা থেকেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোটকথা 'ইয়াসিন' সূরার আলাদা ফযিলতে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই। আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ, ১/৩৩৫, আলবানী, আস-সিলসিলাতুদ্-দ'য়ীফাহ, ১/৩১২।

- 'শিফা' শব্দের আরবী মূল শব্দ ' 'شِفاء যার অর্থ রোগমুক্ত করা বা রোগ নিরাময়। এভাবে 'খতমে শিফা' অর্থ: রোগ নিরাময় করার খতম। কেউ অসুস্থ হলে তার রোগমুক্তির আশায় এই খতম পড়ানো হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বইয়ে এই খতমটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

খতমে শিফা لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)
এই পবিত্র কালেমা একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে ''খতমে শিফা'' বলে। একে খতমে তাহলীলও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাঝে 'খতমে শিফা' নামের কিছু নেই। এ সবকিছুই মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।
- 'খতমে তাসমিয়া' বিসমিল্লাহ এর খতমকে বুঝানো হয়ে থাকে। একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার ''বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'' পাঠের মাধ্যমে এই খতম করতে হয়। সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভিত্তিহীন

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ